কালের কণ্ঠ

তারিখ 21 APR 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

বহিষ্কৃত-অস্ত্রধারীদের নেতৃত্বেই চলছে ছাত্রলীগের 'আন্দোলন'

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যসহ কয়েকজন শিক্ষক লাঞ্ছনার পর প্রশাসনের বিরুদ্ধে করা ছাত্রলীগের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে বহিষ্কৃত ও অস্ত্রধারী নেতা-কর্মীরা। সাত দফা দাবিতে চলা এ আন্দোলনে বহিষ্কৃতদের দাপটে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে সংগঠনের ত্যাগী নেতা-কর্মীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা জানিয়েছে, গত ১৫ মার্চ রাজশাহী-২ আসনের সংসদ সদস্য ওমর ফারুক চৌধুরী এবং পরদিন নগর আওয়ামী লীগের নেতারা উপাচার্যসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষককে লাঞ্ছনার পর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ প্রশাসনবিরোধী আন্দোলনে নামে। আন্দোলনের অংশ হিসেবে গত শনিবার পরীক্ষায় ৫ নম্বর গ্রেস দেওয়া, পরিবহনের উন্নয়ন, বৃক্ষরোপণ করাসহ সাতটি দাবিতে উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দেয় সংগঠনটি। পরদিন রবিবার সংবাদ সম্মেলনে নতুন কর্মসূচির ঘোষণা দেয় তারা। সর্বশেষ গতকাল সোমবার সকাল ১১টায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে মানববন্ধন ও গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করে ছাত্রলীগ।

এসব কর্মসূচিতে আবুল খায়ের মোস্তফা ওরফে রিনেট, মামুন-অর-রশিদ, রানা চৌধুরী, মেহেদী হাসান, কাউসার আহমেদ কৌশিক, ফয়সাল আহম্মেদ রুনু, দেলোয়ার হোসেন ডিলস ও মুস্তাকিম বিল্লাহ নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে সাধারণ নেতা-কর্মীরা জানিয়েছে। এঁরা প্রত্যেকেই সংগঠনবিরোধী কার্যক্রমে জড়িত থাকায় বহিষ্কৃত হয়েছেন। একসময়কার 'ছাত্রদলকর্মী' ও অস্ত্র মামলার আসামি রিনেট ছাত্রী উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করা এক শিক্ষার্থীকে মারধরের ঘটনায় সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলীকে মারধরের ঘটনায় মামুন-অর-রশিদ গত বছরের আগস্টে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কৃত হন। রানা চৌধুরী ও মেহেদী হাসান গত বছরের এপ্রিলে পরীক্ষার হলে হামলার দায়ে সংগঠনের সহসভাপতির পদ থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কৃত হন।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান রানা বলেন, 'সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আমরা আন্দোলন করছি। এ আন্দোলনে বহিষ্কৃতরা যেন অংশ নিতে না পারেন সে জন্য আগেই নিষেধ করা হয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়